গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ কালঃ ১৯১৩

Published by

porua.org

গীতাঞ্জলি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্ব্বে অন্য দুই একটি পুস্তকে কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

৩১শে শ্রাবণ,১৩১৭ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচী

অন্তর মম বিকশিত কর ৬

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে ২৮

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় ৯

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ৩৩

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে ১১৩

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে ২৩

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার ২৫

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে ৬৬

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ৬৭

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ ১২

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ ৯৯

আমার মাথা নত করে দাও ১

আমার নয়ন ভুলানো এলে ১৫

আমার মিলন লাগি তুমি ৪১

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে ৮১

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে ৯৭

আমার এ প্রেম নয়ত ভীরু ১০২

আমার এ গান ছেড়েছে তার ১৪৫
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে ১৫০
আমার চিত্ত তোমার নিত্য হবে ১৫৭
আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে ১৬২
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই ৩
আমি হেথায় থাকি শুধু ৩৮
আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে ১১৭
আর নাইরে বেলা নামল ছায়া ৩২
আর আমায় আমি নিজের শিরে ১১৮
আরো আঘাত সইবে আমার ১০৩
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে ১১২
আবার এরা ঘিরেছে মোর মন ৪০
আনন্দেরি সাগর থেকে ১০
আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল ২৪
আলোয় আলোকময় করেহে ৫৪
আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব ৫৫
আকাশ তলে উঠল ফুটে ৫৭
আছে আমার হৃদয় আছে ভোরে ১২৭
উড়িয়ে ধ্বজা অভ্ৰভেদী রথে ১৩৭

একটি একটি করে তোমার ৭৬
একটি নমস্কারে প্রভু ১৬৮
একলা আমি বাহির হলেম ১১৬
একা আমি ফিরবনা আর ৯৮
এবার নীরব করে দাও হে তোমার ৭১
এস হে এস সজল ঘন ৪২
এই যে তোমার প্রেম ওগো ৩৭
এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে ৫০
এই জ্যোৎস্না রাতে জাগে আমার প্রাণ ৯৫
এই করেছ ভাল নিঠুর ১০৪
এই মোর সাধ যেন এ জীবন মাঝে ১১৫
ঐ রে তরী দিল খুলে ৮২
ওগো মৌন, না যদি কও ৮৪
ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা ১৩৩
ওরে মাঝি ওরে আমার ১৬০
কত অজানারে জানাইলে তুমি ৪
কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি ৯৬
কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে ৭৭

কে বলে সব ফেলে যাবি ১২৯
কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ ৬৩
কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো ২১
গব্ব করে নিইনি ও নাম, জান অন্তর্যামী ১২৮
গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি ১৫২
গান গাওয়ালে আমায় তুমি ১৭৫
গাবার মত হয়নি কোনো গান ১৪৯
গায়ে আমার পুলক লাগে ৫১
চাইগো আমি তোমারে চাই ১০১
চিত্ত আমার হারাল আজ ৮৩
চির জনমের বেদনা ৯০
ছাড়িসনে ধরে থাক এঁটে ১২৬
ছিন্ন করে লও হে মোরে ১০০
জগৎ জুড়ে উদার সুরে ১৯
জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ ৫৩
জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই ১৬৪
জড়িয়ে গেছে সরু মোটা ১৪৮
জননী, তোমার করুণ চরণ খানি ১৭
জানি জানি কোন আদি কাল হতে ২৬

জীবন যখন শুকায়ে যায় ৭০
জীবনে যত পূজা ১৬৭
জীবনে যা চিরদিন ১৬৯
ডাক ডাক ডাক আমারে ১০৮
তব সিংহাসনের আসন হতে ৬৮
তাই তোমার আনন্দ আমার পর ১৪১
তোমার সোনার থালায় সাজীব আজ ১১
তোমার প্রেম যে বইতে পারি ৭৮
তোমার দয়া যদি ১৬৫
তোমার সাথে নিত্য বিরোধ ১৭১
তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস নি কি তার পায়ের ধ্বনি ৭৪
তারা দিনের বেলা এসেছিল ৯৩
তারা তোমার নামে বাটের মাঝে ৯৪
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে ৮
তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী ২৭
তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে ৬৪
তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ ৬৯
তুমি যখন গান গাহিতে বল ৯১

তুমি যে কাজ করচ, আমায় ১০৬
তোমায় খোঁজা শেষ হবেন মোর ১৫৩
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি ১৫৮
দয়া দিয়ে হবে গো মোর ৮৮
দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোট হয়ে ১৩২
দাওহে আমার ভয় ভেঙে দাও ৩৯
দিবস যদি সাঙ্গ হল ১৭৮
দুঃস্বপন কোথা হতে এসে ১৫১
দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে ১০৫
ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায় ৩৬
ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা ৯২
নদী পারের এই আষাঢ়ের ১৩০
নামাও নামাও আমায় তোমার ৬৫
নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ ১৬৩
নিন্দা দুঃখে অপমানে ১৪৬
নিভৃত প্রাণের দেবতা ৬২
নিশার স্বপন ছুটলো রে ৪৫
পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে ৪৩
প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে ৩৪

প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত ৫২
প্ৰভু গৃহ হতে আসিলে যেদিন ১৪৩
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে ৭
প্রেমের হাতে ধরা দেব ১৭২
প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে ১৭৪
ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান ১১০
বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি ৮৭
বাঁচান বাঁচি মারেন মরি ১৮
বিপদে মোরে রক্ষা কর ৫
বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো ১০৭
বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন ৭২
ভজন পূজন সাধন আরাধনা ১৩৮
ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে ১৪৪
মনকে, আমার কায়াকে ১৬১
মনে করি এই খানে শেষ ১৭৬
মরণ যেদিন দিনের শেষে আস্‌বে তোমার দুয়ারে ১৩১
মানের আসন, আরাম শয়ন ১৪২
মেঘের পরে মেঘ জমেছে ২০

মেনেছি হার মেনেছি ৭৫
মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে ১১১
যখন আমায় বাঁধ আগে পিছে ১৫৫
যত কাল তুই শিশুর মত ১৫৬
যতবার আলো জ্বালাতে চাই ৮৫
যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু ২৯
যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে ৪৯
যা দিয়েছ আমায় এ প্রাণ ভরি ১৫৯
যাত্রী আমি ওরে ১৩৫
যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে ১০৯
যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন ১২৩
যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে ১৫৪
রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে ১৪৭
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি ৫৬
লেগেছে অমল ধবল পালে ১৪
শরতে আজ কোন অতিথি ৪৬
শেষের মধ্যে অশেষ আছে ১৭৭
সবা হতে রাখবো তোমায় ৮৬
সভা যখন ভাঙবে তখন ৮৯

সংসারে আর যাহারা ১৭৩
সীমার মাঝে, অসীম, তুমি ১৪০
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে ৮০
সে যে পাশে এসে বসেছিল ৭৩
হেথা যে গান গাইতে আসা আমার ৪৭
হেথায় তিনি কোল পেতেছেন ৫৯
হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ৩১
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ ১১৪
হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে ১১৯
হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান ১২৪

অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে।
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর
সুন্দর কর হে।
জাগ্রত কর, উদ্যত কর,
নির্ভয় কর হে।
মঙ্গল কর, নিরলস নিসংশয় কর হে।
অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে।
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর
নন্দিত কর হে।
অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে!

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চল্‌বেনা।
এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো
কেউ জানবেনা কেউ বলবেনা।

বিশ্বে তোমার লুকোচুরি,
দেশ বিদেশে কতই ঘুরি,
এবার বল আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছলবেনা!
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চল্‌বে না।

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
সখা তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবেনা?

না হয় আমার নাই সাধনা!
ঝরলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবেনা ফুল
চকিতে ফল ফল্‌বেনা?
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবেনা।

১১ ভাদ্র ১৩১৬